সময় বদলায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বদলাই আমরাও। পরিবর্তনের এই ধারা চির অব্যাহত। তবে গত কয়েক দশকে এই পরিবর্তনের গতি যেন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজ, অর্থনীতি, বিজ্ঞান সর্বত্র এই পরিবর্তন ঘটে চলেছে। ভারতের কথাই ধরা যাক। ১৯৮০-র দশকেও যা কল্পনার বাইরে ছিল মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। দূরসঞ্চারের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি গ্রাম ও শহরের ব্যবধান প্রায় দূর করে দিয়েছে। যে তথ্যপ্রযুক্তির কথা আমরা সেই সময় জানতামই না, আজ তা স্কুলপাঠ্যসূচিতে স্থান করে নিয়েছে। এই সময়ে দেশের অর্থব্যবস্থাতেও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৯০-এর দশকে অথ২নৈতিক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করার পরে দেশ আরও গতিশীল হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতিতেও ভারতের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের রাজ্যও পিছিয়ে নেই। গত কয়েক বছরে রাজ্যের উন্নতি লক্ষ্যণীয়। কৃষিতে আমাদের রাজ্য প্রথম সারিতে ছিলই, এখন শিল্পেও আমরা এগোচ্ছি। বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গে এরকম বিদেশি বিনিয়োগের উৎসাহ অভূতপূর্ব।

অথনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে কাজের সুযোগও বৃদ্ধি পায়। তার সঙ্গে বাড়ে কাজের রকমারিত্ব। আসে নতুন নতুন উদ্ভাবন, নতুন প্রযুক্তি। নতুন নতুন পেশার সৃষ্টি হয়। কর্মপ্রার্থীদেরও পেশা নির্বাচনের পরিধি বড় হয়। পেশা নির্বাচন ও পছন্দসই পেশার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতিই ছাত্রজীবনের শেষ পর্বে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রী কর্মপ্রার্থীদের এই লক্ষ্যপূরণে সহায়তাদানের কোনও পূর্বনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই, সীমা নেই। 'পেশাপ্রবেশ' এবিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। নতুন নতুন বিভাগ সংযোজন, পুরনো বিভাগের নতুন সম্প্রসারণ— এসব সেই সচেতনতা থেকেই।

'পেশাপ্রবেশ', ফেব্রুয়ারি ২০০৪